দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAY 1 ও 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

270

আবাসিক সঙ্কট

বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মেধাবীরা

প্রায় ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সমস্যা দিনে দিনে প্রকট হয়ে উঠছে। ফি বছর নতুন নতুন বিভাগ হচ্ছে, অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করানো হচ্ছে; কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে না আবাসিক সংস্থান। ফলে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ভর্তি হয়েও ছাত্রছাত্রীদের মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলছে না বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে। কষ্টের জীবনযাপন করতে হচ্ছে মফস্বল শহর থেকে আসা নিরীহ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের। কেউবা মেসে, কেউবা ভাড়া করা বাসায়; আবার কেউ কেউ আত্মীয়স্বজনের সাথে কোনরকমে দিনাতিপাত করছে। সেক্ষেত্রেও সমস্যার কমতি নেই। তীব্র পরিবহন সঙ্কট হেতু বাদুড়ঝোলা দিয়ে, গাদাগাদি করে প্রতিদিন ক্যাম্পাসে পৌঁছতে হয় তাদের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫টি আবাসিক হলে প্রায় আট হাজার আসন রয়েছে যেগুলো মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা নম্বরের ভিত্তিতে বরাদ্দ পাওয়ার কথা। কিন্তু একে তো আটাশ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য আট হাজার সিট, তার ওপর সিট বণ্টনের ক্ষেত্রে অনিয়মের শেষ নেই। মেধার ভিত্তিতে নয়; 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতির ভিত্তিতেই অধিকাংশ সিট বরাদ্দ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে হল প্রশাসন নির্বিকার, যেন তাদের কিছুই করার নেই। জানা মতে, ডবল স্ট্যান্ডসহ সাড়ে ষোল শ' নম্বর নিয়েও প্রথমবর্ষের একজন সাধারণ ছাত্র নিয়মতান্ত্রিকভাবে হলে একটি সিট জোটাতে পারে না। কর্তৃপক্ষের সহজ উত্তর -সিট খালি নেই। তাহলে হলগুলোর প্রায় আট হাজার আসন কার দখলে? এক্ষেত্রে বাস্তবতা হচ্ছে, হলগুলো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার কথা থাকলেও সব ক'টি হল বিশেষ কোন ছাত্র সংগঠনের দখলে। এখানেই শেষ নয়, প্রতিনিয়ত হলগুলো দখল, পুনর্দখল হচ্ছে বা হবে। হল দখলের সময় সাধারণ ছাত্ররাই বেশি নির্যাতনের শিকার হয়। আর দলীয় ক্যাডার কিংবা বহিরাগতদের দাপটে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সব সময় আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হয়। কি ডাইনিং রুমে, কি টিভি রুমে কিংবা পেপার রুমে সর্বত্রই সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা নিগৃহীত। অন্যদিকে দলীয় ক্যাডাররা ভিআইপির সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, ফাও খায়, সিঙ্গেল রুমে থাকে এমনকি আগ্নেয়াস্ত্রের পাশাপাশি সেলুলার ফোনও ব্যবহার করে।

ইদানীং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো আবার বহিরাগত ও সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য। বিভিন্ন গ্রুপ, সেমিগ্রুপের দখলে প্রায় সব হল। বার বার তল্লাশি অভিযান চালিয়েও হলগুলো বহিরাগতমুক্ত করা যাচ্ছে না। গত এক মাসের মধ্যে প্রায় আট/দশবার তল্লাশি অভিযান চালানো হয় বিভিন্ন হলে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অস্ত্র উদ্ধার কিংবা সন্ত্রাসী গ্রেফতারের লক্ষ্যে তেমন সাফল্য অর্জিত হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী, কোন হলে তল্লাশি অভিযান চালানোর আগে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাগে। এর ফাঁকেই তল্লাশির খবর ফাঁস হয়ে যায়। নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায় সন্ত্রাসী, বহিরাগতরা। আবার তল্লাশি শেষে ফিরে আসে যার যার জায়গায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ, মেধার লালন ও বিকাশ ক্ষেত্র। এ নিয়ে কারুরই দ্বিমত নেই। কিন্তু কেমন আছে মেধাবীরা? হলগুলোতে যেখানে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা মেধার ভিত্তিতে সিট নেবে, নির্বিঘ্নে লেখাপড়া করবে, সৃষ্টিধর্মী কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখবে, সেখানে তারা অবহেলিত, অপাংক্তেয়। মেধার ভিত্তিতে সিট পায় না তারা; আবার কোন রকমে একটা সিট ভাগ্যে জোটাতে পারলেও চব্বিশ ঘণ্টা

থাকতে হয় আতঙ্ক কিংবা ভয়ের মধ্যে। মেধার লড়াইয়ের পরিবর্তে হলগুলোতে চলে আধিপত্য বিস্তারের লড়াই, চলে দলীয় রাজনীতির ছত্রছায়ায় বহিরাগতদের লালন। হলের আঙ্গিনার বাইরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা নিগৃহীত। প্রথম শ্রেণী পাওয়া মেধাবী ছাত্র বা ছাত্রীটিকে আজ কেউ চেনে না। চেনে অস্ত্রধারী ক্যাডারটিকে যার রয়েছে পেশীশক্তি। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস যেখানে হওয়ার কথা মেধার চর্চা, গঠনমূলক আলোচনা, গবেষণাধর্মী কাজ, সৃষ্টিশীল প্রতিযোগিতা, সেখানে অধিকাংশ সময় চলে মিছিল, মিটিং, রাজনৈতিক আলোচনা কিংবা হল দখল প্রসঙ্গ ইত্যাদি ইত্যাদি। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অবশ্যই মেধাবীদের পথ মসৃণ ও নির্বিঘ্ন করতে হবে।

শাহাদাত হোসেন